সুন্নী বাণী বা তোহ্‌ফায়ে ক্বুরবানী

লেখক
মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

পরিবেশনা
রেজবী অ্যাকাডেমী

yanabi.in

উৎসর্গ

শহীদে আযাম হযরাত ইমাম
হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ কারবালা প্রান্তরের সকল
শোহাদাদের উদ্দেশ্যে
তৎসহ
আমার পীরও মুর্শিদ হুযুর জামালে মিল্লাতের পিতা মাতার
রুহের উদ্দেশ্যে
(আমিন বে-জাহে সাইয়েদিল মুরসালিন)

প্রথম প্রকাশঃ-৬ রজব,১৪৩৯হিজরী (ফেব্রয়ারী,২০১৮)

ভূমিকা

আল্লাহর নিমিত্তে সমস্ত প্রশংসা যিনি মহান,অগণিত দরুদ বর্ষিত হোক আমাদের আক্বা তথা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর। মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষদের মুক্ত করার জন্য তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দ্বারা অসংখ্য ইবাদতের শিক্ষা দিয়েছেন । ক্বুরবানী হল এরুপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আফশোষের বিষয় এই গুরুত্বপূর্ণ ক্বুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল সম্পর্কে কোন স্বতন্ত্র পুস্তক বাংলা ভাষায় ছিলনা। বাংলীদের কথা মাথায় রেখে খুব কম সময়ের মধ্যে মহান রব্বুল আলামীনের দয়ায় পুস্তকটি সংক্ষেপে প্রণয়ন করলাম। আশাকরি বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা এটি পড়ে উপকৃত হবেন। দ্রুত টাইপ করার কারণে হয়ত কোন ত্রুটি থেকে যেতে পারে । পাঠকদের নিকট অনুরোধ মারাত্নক কোন ত্রুটি নজরে এলে অবশ্যই অবগত করাবেন। আল্লাহ পাক আমাকে ও আপনাদের দুনিয়া-আখিরাতে কামিয়াব করুন। (আমীন বে জাহে সাইয়েদিল মুরসালিন)

ফক্বীর নুরুল আরেফিন রেজবী

জিলক্বদ ১৪৪০ হিজরী,আগষ্ট ২০১৮

yanabi.in

نَحْمَدُه وَ نُصَلِّی وَ نُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم

ক্বুরবানীর বর্ণনা

নির্দিষ্ট পশু নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর ওয়াস্তে সাওয়াবের নিয়তে জাবেহ করাটা হচ্ছে ক্বুরবানী। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ক্বুরবানী না তার ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে ,যার সামর্থ্য রয়েছে অথচ ক্বুরবানী করলনা সে যেন আমার ঈদগাহের নিকট না আসে।[১]

ক্বুরবানীর সূত্রপাত

হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম স্বপ্নে দেখলেন যে,তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র হযরাত ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম কে যবাহ করছেন-আম্বিয়া আলাইহিস্সালামদের স্বপ্ন সঠিক হয়,ওহী ইলাহী হয়ে থাকে। তিনি জাগ্রত হয়ে স্বীয় পুত্রের নিকট স্বপ্নের কথা প্রকাশ করলেন। যেরূপ ভাবে কোরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে -(তরজমা)ঃ-হে আমার পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি তোমাকে যবাহ করছি;এখন তুমি বলো তোমার মত কী আছে ।

হযরত ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম উত্তর দিলেন ,যা কিছু আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হুকুম দিয়েছেন তা পালন করুন। সূতরাং এই কথপো কথনের পর উভয়েই বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন,এজন্য যে ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম হুকমে ইলাহীর মান্য করবেন। বাইরে গিয়ে স্বীয় পুত্র কে যবাহ

১.সুনানে ইবনে মাযা ৩/৫২৯পৃষ্ঠা,মুস্তাদ্রাক হাকেম.হাদীস ৩৫১৯
২.দুররে মুখতার ৯/৫২৪
৩.দুররে মুখতার ৯/৫২০,মুয়াত্তা মালেক ১৮৮পৃষ্ঠা
৪.ফাতওয়া হিন্দিয়া ৫ম খন্ড ২৯৩–২৯৪পৃষ্ঠা

করার প্রস্তুতি নিলেন। অতঃপর আসমান হতে আওয়াজ আসল,হে ইব্রাহীম তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যি করে দেখিয়েছ।

উক্ত পরীক্ষার পর আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসমাইল আলাইহিস্ সালামের স্থলে একটি দুম্বা প্রদান করলেন,আর হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম স্বীয় পুত্রের স্থলে সেটি যবাহ করলেন। এইভাবে এর পরবর্তীতে হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের সন্তানদের মধ্যে ক্বুরবানী করার প্রথা শুরু হয় এবং আজ পর্যন্ত তা চলে আসছে।

ক্বুরবানীর ফযীলত

হাদিস নং - ১ঃ সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এই সব ক্বুরবানী কি?ফরমালেন তোমাদের পিতা হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের সুন্নাত। পূণরায় আরয করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ আমাদের জন্য এব কি সাওয়াব আছে? ফরমালেন প্রতিটি চুলের পরিবর্তে নেকী রয়েছে। আরয করলেন এর জন্য কি হুকুম রয়েছে? ফরমালেন তার প্রতিটি চুলের পরিবর্তে নেকী।[১]

হাদিস নংঃ২ঃ উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত,হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন তোমাদের পিতা হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের সুন্নাত। পূণরায় আরয করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ আমাদের জন্য এর সাওয়াব কি আছে? ফরমালেন প্রতিটি চুলের পরিবর্তে নেকী রয়েছে। আরয করলেন এর জন্য হুকুম কি রয়েছে? ফরমালেন তার প্রতিটি চুলের পরিবর্তে নেকী।

yanabi.in

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত,হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-ইয়ামে নহর অর্থাৎ দশ জিলহজ্বের দিন আদাম সন্তানদের কোন আমল রক্ত প্রবাহ (ক্বুরবানী করা) ব্যতীত অধিক উত্তম নয়। উক্ত পশু ক্বীয়ামত দিবসে স্বীয় শিং ,লোম এবং খুর সহ হাজির হবে। আর ক্বুরবানীর রক্ত যমীনে পতিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর নিকট কবুলের মর্যাদার পৌঁছে যায়। সুতরাং এটা (ক্বুরবানী) খুশির সহিত করো।

হাদিস নং-৩- ঃ হযরাত হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন,যে ব্যক্তি অন্তরে খুশির সহিত নেকীর অন্বেষনে. ক্বুরবানী করে তা জাহান্নামের আগুন হতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।[২]

হাদিস নং-৪- তাবরানী হযরাত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-যে অর্থ ঈদের দিনে ব্যয় করা হয় তা হতে বেশি কোন অর্থ উত্তম নয়।

হাদিস নং -৫ -ঃ হযরাত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন যার সমর্থ রয়েছে অথচ ক্বুরবানী করলনা সে আমার ঈদগাহে নিকট আসবে না।

হাদিস নং-৬-ঃ উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন -যে জিলহজ্জার চাঁদ দেখল এবং তার ক্বুরবানী করার নিয়াত আছে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্বুরবানী না করবে চুল ও নখ যেন না কাটে।

১.সুনানে ইবনে মাযা ৪/৫৫৭ পৃষ্ঠা

২.মুজামুল কাবীর ৩/৮৬ পৃষ্ঠা

. কার উপর ক্বুরবানী ওয়াজিব

প্রতিটি স্বাধীন মুসলমান,মুকীম,নেসাবের অধিকারীর উপর এটা ওয়াজিব। মুসাফির ও ফক্বীরের উপর ওয়াজিব নয়,তবে যদি ক্বুরবানী করে তবে তা বৈধ ।

কি পরিমাণ সম্পত্তি বা অর্থ থাকলে ক্বুরবানী ওয়াজিব হবে

মুল ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়া দুশত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বাহান্ন (৫২.৫) তোলা চান্দি বা বিশ দিনার অর্থাৎ সাড়ে সাত (৭.৫) তোলা স্বর্ণের মালিক হলে তার উপর ক্বুরবানী ওয়াজিব। আর এই সম্পত্তির অধিকারীকে মালিকে নেসাব বলা হয়।[১]

মালিকে নেসাবের হওয়ার জন্য বর্তমান হিসাব

বর্তমান সময়ে এক তোলার ওজন হল ১২ গ্রাম ৪৪১ মিলি গ্রাম (প্রায়)। এই হিসাব অনুযায়ী সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দির ওজন হবে ৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম ।[২]

বর্তমানে যে ব্যক্তি 'র নিকট মুল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দি (৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম) মুল্য পরিমান অর্থ আছে সেই মালিকে নেসাব বলে গণ্য হবে।[৩]

মালিকে নেসাবের দেনা থাকলে ক্বুরবানী ওয়াজিব হবে কী না ?

মালিকে নেসাবের যদি দেনা থাকে এবং ওই দেনা পরিশোধ করলে যদি মালিকে নেসাব হওয়ার ঘাটতি দেখা দেয়,তাহলে তার উপর ক্বুরবানী ওয়াজিব হবে না।[৪]

১.দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ২ য় খন্ড ৩৮–৪০ পৃষ্ঠা

২.ফাতওয়া মারকাযে তারবিয়াতুল ইফতা১/৪০৯ পৃষ্ঠা,
মাহানামা আশারাফিয়া সে সংখ্যা ২০০৪

৩. রাদ্দুল মুহতার ২/৩০০ পৃষ্ঠা

৪. ফতওয়ায়ে আলামগিরী ৫/২৯৬ বাহারে শরীয়াত ১৫ খন্ড

yanabi.in

ক্বুরবানীর সময়ঃ

মোট তিনদিন ক্বুরবানী করা যায়। ১০ জিলহজ্ব তারিখের সুবহ সাদিকের সময় শুরু করে ১২ জিলহজ্ব তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত । তবে জিলহজ্বের দশ তারিখেই ক্বুরবানী করা উত্তম।[১]

মাসয়ালাঃ-শহরের জন্য ঈদের নামাযের পর ক্বুরবানী করতে হবে।

মাসয়ালাঃক্বুরবানীর দিনে ক্বুরবানী করাই হল জরুরী, কোন অন্য বস্তু এর পরিপূরক হতে পারবে না। যেমন কুরবানীর পরিবর্তে কোন ছাগল বা তার মূল্য সদক্বা করলে তা যথেষ্ট হবে না। কিন্তু এর বদল হয় অর্থাৎ নিজেকেই কুরবানী করতে হবে এমন কথা নয় বরং অন্য কাওকে হুকুম দিলে যদি সে কুরবানী করে তাহলে তা হয়ে যাবে। [৪]

ক্বুরবানীর মুস্তাহাব

১ ক্বুরবানীর দিনে ঈদের নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া,
২. গোসল করা;
৩. ঈদের নামাযের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া;
৪. উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা;
৫. অন্য রাস্তাদিয়ে ফিরে আসা;
৬. খুশির প্রকাশ করা;
৭. পারস্পরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা;
৮. যার ক্বুরবানী দেওয়া প্রয়োজন তার জন্য জিলহিজ্বার চাঁদ রাত্রী হতে ক্বুরবানী করা পর্যন্ত চুল না কাটা মুস্তাহাব।

১.মুয়াত্তা মালিক ১৮৮,বাদায়েউস সানায়ে৪/১৯৮পৃষ্ঠা,ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯পৃষ্ঠা

কুরবানীর পশুঙ্খ

কুরবানীর পশু হল তিন প্রকার যথাঙ্খ-১.উট ২.গরু এবং ৩.ছাগল জাতীয়।

কুরবানীর পশুর বয়স

উট পাঁচ বছর ,গরু ও মহিষ দুবছর ,ভেড়া ও ছাগলের বয়স এক বছরের অধিক হতে হবে । এর থেকে কম বয়সের নাজায়েজ,তবে এর অধিক বয়স হলে উত্তম। দুম্বা বা ভেড়ার ছয় মাস বয়সের বাচ্চা যদি এত টুকু বড় হয় যে দুর থেকে দেখলে এক বছর বয়সের মনে হয়,তাহলে সেটার কুরবানী জায়েয।[১]

মাসয়ালাঙ্খ-কুরবানীর পশু মোটা তাজা এবং ভাল হওয়া চায়। দোষত্রুটি মুক্ত হওয়া চায়। যৎসামান্য দোষ ত্রুটি থাকলে কুরবানী হয়ে যাবে তবে মাকরুহ হবে।[২]

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালাঙ্খ-

উট,গরু ও মোষের জন্য সর্বাধিক ৭ জন শরীক হতে পাবে। কিন্তু শরীকদের মধ্যে কারও অংশ যেন ৭ভাগের কম না হয়;যদি কারও অংশ সাত ভাগের কম হয়ে যায় ,তাহলে কারও ক্বুরবানী বৈধ হবেনা। হ্যাঁ, যদি সাত ভাগের চেয়ে বেশী হয় তাহলে বৈধ হবে এবং এটা এক্ষেত্রে সম্ভব যখন একটি গরু কিংবা উটের ক্বুরবানীতে চার-পাঁচ কিংবা ছয় জন শরীক হয়।

মাসয়ালাঙ্খ-ছাগল,দুম্বা ও ভেড়ার শুধু একজনার জন্যই দেওয়া হবে।

১.দুররে মুখতার ৯/৫২০

২.দুররে মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার ৯ম খন্ড ৫৩৫ পৃষ্ঠা

৩.দুররে মুখতার ৯ম খন্ড ২৯৭ পৃষ্ঠা

yanabi.in

পশুর মধ্যে যে যে ত্রুটি থাকলে ক্বুরবানী বৈধ হবে না

১. অন্ধ,কানা,চোখের এক তৃতীয়াংশ অন্ধ কিংবা এর অধিক হলে ।

২. কোন কানের এক তৃতীয়াংশের অধিক কাটা থাকা কিংবা জন্মগতই এরূপ হলে ।

৩. লেজ এক তৃতীয়াংশ ভাগ কাটা থাকলে ।

৪. এরূপ খোড়া হওয়া যে তিন পায়ের সাহারা নিয়ে চলতে পারে চতূর্থ পা দ্বারা কোনভাবেই সাহারা নিতে পারেনা।

৫. দাঁত সম্পূর্ণ না থাকলে কিংবা দাতের অধিকাংশ ভেঙ্গে গেলে।

৬. শিং সম্পূর্ণ গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেলে।

৭. এমন অসুখ যার দ্বারা সম্পূর্ণ অপারগ,যার দুধের থান সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে অর্থাৎ দুধ দেওয়ার কাবিল না থাকলে।

৮. এমন অসুখ যে ঘাস খেতে পারে না।

৯. হিজরা জাতীয়, আবজর্না ভোজীইত্যাদি দোষযুক্ত পশুর কুরবানী জায়েয নাই।[৩]

মাসয়ালাঙ্খ-জন্মগত শিংবিহীন হলে জায়েয আছে। অবশ্য যদি শিং ছিল কিন্তু ভেঙ্গে গেছে,তাহলে মজ্জা সহ ভেঙ্গে গেলে না জায়েয, আর এর থেকে কম ভাঙ্গলে জায়েয।

ক্বুরবানীর গোস্ত বন্টনঙ্খ-

ক্বুরবানীর গোস্ত তিন ভাগ করা হবে। একভাগ ফক্বীর,গরীবের জন্য; দ্বীতিয়ভাগ আত্নীয় স্বজন,বন্ধু-বান্ধব এবং একভাগ নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য। পরিবার যদি বড় হয়,তাহলে সমস্ত অংশই নিজেদের জন্য রাখা যেমন বৈধ অনূরুপ সমস্ত অংশ সাদক্বা করাও বৈধ।

মাসয়ালাঙ্খ-কুরবানীর গোস্ত কাফেরদের দেয়া জায়েয নাই।

ক্বুরবানীর চামড়ার হুকুম

ঃ- ক্বুরবানীর পশুর চামড়া খুবই সতর্কতার সহিত ছাড়াতে হবে।

ঃ- যবাহের পর পশু নিস্তেজ হওয়ার আগে চামড়া খসানো বা অন্য অঙ্গ কাটা মাকরূহ।[১]

ঃ- চামড়া পরিশ্রমিক হিসাবে কসাইকে,মাসজিদের ইমামকে এবং মোয়াজ্জিন ও খাদিমদের দেওয়া বৈধ নয়।

মাসয়ালাঙ্ক-ক্বুরবানীর চামড়া,ক্বুরবানী কৃত পশুর দড়ি,গলায় পরিধেয় হার, গায়ে দেওয়ার বস্ত্র প্রভৃতি সাদক্বা করে দিতে হবে। তবে যদি চামড়া নিজের ব্যবহারের জন্য রাখে তাহলেও তা বৈধ হবে।[২]

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার তরফ হতে ক্বুরবানী

হাদিস দ্বারা সাবস্ত্য যে, হুযুরে আকবাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্বীয় উম্মতের পক্ষ থেকে ক্বুরবানী করেছিলেন। অতএব সামর্থ্যবান ব্যক্তিব,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পক্ষ থেকে ক্বুরবানী করা উত্তম বরং সৌভাগ্যের বিষয়। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরাত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে তাঁর পক্ষ থেকে ক্বুরবানী করার ওসীয়াত করেছিলেন। তাই হযরাত আলী প্রতি বছর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পক্ষ থেকেও ক্বুরবানী দিতেন। [৩]

১.বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩

২.দুররে মুখতার ৯/৫৪৪পৃষ্ঠা

৩.সুনানে আবু দাউদ ২/২৯;জামে তিরমীযি ১/২৭৫;মিশকাত৩/৩০৯;বাহারে শরীয়াত ১৫ খন্ড

yanabi.in

মৃত ব্যক্তিদের নামে ক্বুরবানীর হুকুমঃ

মৃতের পক্ষ থেকে ক্বুরবানী করা বৈধ। মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়াত না করে থাকে তবে সেটি নফল ক্বুরবানী হিসেবে গণ্য হবে। ক্বুরবানীর স্বাভাবিক গোশতের মতো নিজেরাও খেতে পারবে এবং আত্মীয়-স্বজনকেও দিতে পারবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়াত করে যায় তবে এর গোশত নিজেরা খেতে পারবে না। গরীব-মিসকীনদের মাঝে সাদক্বা করে দিতে হবে।[১]

হালাল পশুর কোন কোন অংশ খাওয়া হারামঃ

হালাল পশুর ৭টি অংশ হারাম। যথা-

১- প্রবাহিত রক্ত।

২- নর প্রাণীর পুংলিঙ্গ

৩- অন্ডকোষ

৪-মাদী প্রাণীর স্ত্রী লিঙ্গ

৫- মাংসগ্রন্থি

৬- মুত্রথলি।

৭- পিত্ত [২]

ক্বুরবানীর গোশ্ত দ্বারা ফাতেহা করা বৈধ কী না?

উত্তরঃ-ক্বুরবানীর গোস্ত দ্বারা ফাতেহা করা বৈধ রয়েছে। ফাতেহা বা ইসালে সাওয়াব প্রতিটি হালাল বস্তু দ্বারা করা বৈধ। মুস্তাহাব হল ক্বুরবানীর গোস্তের এক তৃতীয়াংশ গরীবদের,এক তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজন এবং বাকী অংশ নিজের পরিবারের জন্য রাখা। তদসত্ত্বেও যদি সমস্ত অংশে ইসালে সাওয়াব বা অন্য কোন ফাতেহার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে তা জায়েজ রয়েছে।

১.মুসনাদে আহ্মাদ ১/১০৭,রাদ্দুল মুহতার ৯/৫৪৩ পৃষ্ঠা,কাযীখান ৩/৩৫২

২.মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রজ্জাক ৪/৫৩৫পৃষ্ঠা,সুনানে বায়হাক্বী শরীফ ১০/৭

৩.ওকারুল ফাতওয়া ২/৪৭৭পৃষ্ঠা

কুরবানী করার নিয়মঃ

কুরবানীর পশু যাবেহ করার পূর্বে পানি পান করাতে হবে। আগে থেকেই ছুরি ধারালো করে নিতে হবে । তবে পশুর সামনে নয়। পশুকে বাম পাশ করে শোয়াতে হবে যেন ক্বীবলার দিকে মুখ হয় এবং যাবেহ কারী স্বীয় ডান পা পশুর রানের উপর রেখে ধারালো ছুরি দিয়ে তাড়াতাড়ি যাবেহ করে দেবে। যাবেহ করার পূর্বে এ দুআটি পড়তে হবেঃ-

اِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَالسَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلَاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لَا شَرِیْکَ لَهٗ وَ بِذَالِکَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ لَکَ وَ مِنْکَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَکْبَرُ

উচ্চারণঃ-ইন্নী অজ্জাহ্তু ওয়াজ হিয়া লিল্লাজী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফাঁও অমা আনা মিনাল মুশরিকীনা ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ ইয়া ইয়া ওয়া - মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীনা লা শারি কালাহু ওয়াবি জালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীনা আল্লাহুম্মা লাকা ওয়া মিনকা বিস মিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

কুরবানী নিজের পক্ষ থেকে হলে জবাহ করার পর এই দুয়াটি পাঠ করতে হবেঃ- 'আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী কামা তাকাব্বালতা মিন খালীলিকা ইব্রাহীমা আলাই হিস্ সালাম ওয়া হাবিবিকা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। '

আর যদি কুরবানী অপরের পক্ষ থেকে হয় তা হলে ' মিন্নী ' শব্দের স্থানে 'মিন ' বলতে হবে।

৩.ফাতওয়ায়ে ফায়জে রাসুল ২য় খন্ড ৪৪৮ পৃষ্ঠা

yanabi.in

জবাহ করার নিয়াত

নাইয়াতুয়ান আযবাহা হাযাল হাইওয়ানু বি হাইসু ইয়াখরুজু আন হুদাদলিল মাসফুহি ওয়া তাকুলুল লাহমুহু হালালান লি জামিইল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

মাসয়ালাঃ-বিবাহিত মহিলার নামে কুরবানী করলে শুধু মাত্র মহিলার নাম নেওয়াই যথেষ্ট;আর যদি তার পিতা বা স্বামীর নাম নেওয়া হয়, তাহলেও তা বৈধ হবে।[৩]

তাকবীরে তাশরীক

৯ই জিলহজ্ব তারিখের ফযর হতে ১৩ই জিলহজ্বা আসর পর্যন্ত প্রতি ফরয নামাযের জামাতের পর এই দুয়াটি পাঠ করতে হবেঃ-

اَللّٰهُ اَکْبَرُ اَللّٰهُ اَکْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَکْبَرُ اَللّٰهُ اَکْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ।

তাকবীর তাশরীক সম্পর্কে যেগুলি জেনে রাখা খুবই জরুরী

তাকবীরে তাশরীক একবার পাঠ করা ওয়াজিব।

৯ই জিলহজ্ব ফযর হতে ১৩ই জিলহজ্ব আসর পর্যন্ত পাঠ করতে হবে।

তিনবার পাঠ করা উত্তম।

সালাম ফেরানোর পর সাথে সাথে পড়তে হবে।

উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে।

একাকী নামায আদায়কারীর জন্য পাঠ করা জরুরী নয় তবে পড়লে উত্তম।

মুসাফীর,গ্রামে বসবাসকারী এবং মহিলাদেব জন্য তাকবীরে তাশরী ক

মাসয়ালাঃ- তাকবীর তাশরীক সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে বলা ওয়াজিব , যদি মাসজিদের বাইরে চলে আসে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে ওযু ভঙ্গ করে ফেলে বা কারো সাথে কথা বলে এবং যদিও তা ভুল বশতঃ হয়,তাহলে তাকবীর বাদ পড়ে গেল। আর যদি বিনা ইচ্ছায় ওযু ভেঙ্গে যায়,তাহলে তাকবীর বলে নিবে।[২]

ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতি

ঈদের নামায দুই রাকায়াত। ঈদুল আযহার নিয়েত করে কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকবার বলে হাত বেঁধে সানা পড়বে....

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلَا اِلٰـهَ غَيْرُكَ.

এরপর পূনরায় কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকব র বলে হাত ছেড়ে দিবে, পূনরায় হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকবর বলে হাত ছেড়ে দিবে। আবার হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকবর বলে হাত বেঁধে নিবে। এটা এ ভাবে স্মরণ রাখতে হবে, যখন তাকবীরের পর কিছু পড়তে হয়, তখন হাত বাঁধবে এবং যখন কিছু পড়তে হয় না,তখন হাত ছেড়ে দিবে। চতুর্থ তাকবীরের পর যখন হাত বেঁধে নেবে , তখন ইমাম আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ নিচু স্বরে পড়ার পর আলহামদু ও অন্য একটি সুরা পড়বে। অতঃপর রুকু সিজদা করে প্রথম রাকায়াত শেষ করবে। যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে,তখন প্রথমে আলহামদু ও অন্য একটি সুরা পড়বে। এরপর তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠায়ে আল্লাহু আকবার বলবে কিন্তু হাত বাঁধবে না এবং চতুর্থবার হাত না উঠায়ে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে চলে যাবে। রুকু হতে উঠে অন্য নামাযের ন্যয় সাজদা ও ক্বায়দা করে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করবে। এরপর ইমাম ও মুক্তাদি

yanabi.in

উভয়েই তাকবীরে তাশরীক উচ্চস্বরে পাঠ করবে। ইমাম সাহেব খোৎবা পাঠ করবেন এবং লোকেরা নিম্নশব্দে তা শ্রবণ করবে। দুই খোৎবার পর শেষে ইমাম সাহেব আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে দোওয়া চাইবেন।

ঈদুল আযহার নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰى مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ زَائِدَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণঃ-নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সলাতি ঈদিল্ আযহা মাআ সিত্তাতি তাকবীরাতি ওয়াজিবিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ্ শারী ফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত

আমি নিয়াত করছি, দুই রাকায়াত ঈদুল আযহার ওয়াজিব নামাযেব, ছয় তাকবীরের সহিত আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে ,কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার.।

মাসয়ালাঃ-ঈদের নামাযের জন্য মুস্তাহাব হল প্রথম রাকায়াতে সুরা জুমআ এবং দ্বীতিয় রাকায়াতে সুরা মুনাফিকুন পাঠ করা কিংবা প্রথম রাকায়াতে সুরা আলা এবং দ্বীতিয় রাকায়াতে সুরা গাসিয়া পাঠ করতে হবে।

মাসয়ালাঃ-দুই তাকবীরের মধ্যবর্তী তিন তাসবীহ পরিমান অপেক্ষা করতে হবে।

লেখকের কলমে প্রকাশিত

১.খাতিমুল মুহাক্কীকিন ।
২. ইলমে গায়ের প্রসঙ্গ ।
৩.তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ ।
৪.জানে ঈমান তরজমা ।
৫.মিলাদুন্নাবী ।
৬.সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা ।
৭.সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান ।
৮.সুন্নী বাণী বা তোহফায়ে ক্বুরবানী ।
৯.শানে হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ।
১০.সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বিদায়ে আহলে সুন্নাত ।
১১.তাহমীদে ঈমান তরজমা ।
১২.এ যুগের দাজ্জাল জাকীর নায়েক (সংগৃহীত) ।
১৩. আম্মাপারা সংক্ষিপ্ত টীকা ।
১৪. নুরী নামায শিক্ষা ।
১৫.জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা ।
১৬. দোওয়া কিভাবে কবুল হয় ।
১৭. উমরাহ হজ্বের নিয়মাবলী ।
১৮.তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে ।
১৯. ত্বালাকের অকাট্য বিধান ।
২০. হুযুর তাজুশশরীয়া ।
২১. সাওতুল হক্ব ।

yanabi.in

খাস দোওয়া যাদের জন্য

আমার পুস্তকগুলি যে বা যারা ইন্টারনেট,ফেসবুক ও ওয়াটস্আপের মাধ্যমে জনগণদের বিনামূল্যে পাঠ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাকে সকলকে সাওয়াবের অধিকারী করুন